যশের ক্ষতচিহ্ন সারিয়ে সৈকত শহরের প্রাণ ফেরাতে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৭ মে ঃ মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার দুপুর পর্যন্ত ভরা কটালের সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বাংলার উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে হয়েছে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। জলোচ্ছ্বাসেই ভয়ঙ্কর অবস্থা দিঘা। শুধু দিঘা নয়, কার্যত ভেসে গিয়েছে সৈকত শহর মন্দারমনি, শঙ্করপুর। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভয়ঙ্কর অবস্থা দিঘাতে। গার্ডওয়াল টপকে জল এসে ভেসে গিয়েছে দিঘার একাধিক জায়গা। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মন্দারমনিতে। একের পর এক হোটেলে সেখানে জল ঢুকে গিয়েছে। ভেঙে গিয়েছে হোটেলের কাঁচ। এই অবস্থায় বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় এই পর্যটন কেন্দ্রকে পুনরায় স্বাভাবিক চেহারায় ফিরিয়ে আনতে কাজ শুরু করে দিল প্রশাসন। ইতিমধ্যে দিঘাতে নামানো হয়েছে সেনা। কাজ করছে বিপর্যয় বাহিনী। দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানোর কাজ। শুক্রবার হিঙ্গলগঞ্জ ও সাগর ঘুরে দিঘায় আসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরেজমিনে ঘুরে দেখবেন দুর্গত এলাকা। ঝড় চলাকালীন একের পর এক পাহাড় প্রমাণ ডেউ আছড়ে পড়েছে। আর তাতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে গার্ড ওয়ালের। যেখানে মানুষ বসে সমুদ্র উপভোগ করে সব ভেগে গিয়েছে। জলোচ্ছ্বাসের কারণে যে সব বাঁধগুলি দুর্বল হয়েছে পড়েছে, তাতে সেচ দফতরের আশঙ্কা দ্রুত মেরামত না হলে বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকে নতুন করে প্লাবনের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বৃহস্পতিবার বিকেলে দিঘাতেই সেচ দফতরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন সেচমন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র। সূত্রের খবর, বৈঠকেই বাঁধগুলো মেরামত নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। দিঘার মূল যে রাস্তা, সেটি ভেঙে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পূর্ত দফতর তা পুনরায় তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে। ভেঙ্গে গিয়েছে শঙ্করপুরের রাস্তাও।

মন্দারমণিতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তা সারানোর কাজ শুরু হয়েছে। দফায় দফায় দিঘা এলাকা পরিদর্শনে যান রামনগরের বিধায়ক তথা মৎস্যমন্ত্রী অখিল গিরি। তিনি বলেন, যত দ্রুত সম্ভব দিঘাকে স্বাভাবিক রূপে ফেরানোই আমাদের লক্ষ্য হবে। আশা করছি, এক মাসের মধ্যেই আমরা সেই কাজ করতে পারব। তিনি আরও বলেন, আমরা আমাদের মতো করে কাজ শুরু করে দিয়েছি। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী আসবেন, তিনি সব কিছু দেখে যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেও আমরা সে ভাবে কাজ করব। একমাসের মধ্যে দিঘাকে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাতে একযোগ কাজ করছে পূর্ত, সেচ, বিপর্যয় মোকাবিলা, পর্যটন, মৎস্য দফতর। এই সমস্ত দফতরের সঙ্গে সমন্বয় করে চলেছে দিঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ। যশের তাণ্ডব যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের দাবি, বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার পর থেকেই সমুদ্রের জলের উচ্চতা বাড়তে শুরু করে। দিঘার সমুদ্রের তটে থাকা বাজার পুরোপুরি জলের তলায় চলে যায়। যশ ওড়িশায় আছড়ে পড়ার সময় বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। আর সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে বাজারে। তা যে সমুদ্রসৈকতে সাজানো বাজারের কী ক্ষতি করেছে তা বোঝা যায় জলস্তর নামতেই। ওল্ড দিঘা থেকে নিউ দিঘা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সমুদ্র তটের কাছে থাকা সুদৃশ্য ওই বাজার এখন কার্যত প্রেতপুরী। কোনও দোকানের লোহার শাটার আস্ত নেই। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে দোকানে থাকা সামগ্রীও। বৃহস্পতিবার দিঘার নেহরু মার্কেট, দিশারি মার্কেট প্রভৃতি এলাকা পরিদর্শন করেন অখিল। অখিল বাবু বলেন, ঠিক কত টাকার ক্ষতি হয়েছে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে ব্যবসায়ীদের যে বিপুল লোকসান হয়েছে তা স্পষ্ট। আপাতত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সব দোকানগুলির শাটার সারানো নিয়ে দিঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদে আলোচনা হবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টিও রাজ্য সরকারকে জানানো হবে। এদিকে যশের তাণ্ডবে সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে মাছ চাষে। রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী অখিল গিরি বৃহস্পতিবার বলেন, প্রাথমিক ভাবে খবর, জেলা জুড়ে হাজার কোটি টাকারও বেশি লোকসান হয়েছে মাছ চাষে। বৃহস্পতিবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র রামনগরের বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি দিঘার বিপর্যস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনের পর অখিল জানান, এতটা ক্ষতি কেউ কল্পনা করতে পারেনি। সমুদ্রে মারাত্মক জলস্ফীতির জেরে একদিকে যেমন সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা ব্যাপক ভাবে প্লাবিত হয়, তেমনই রূপনারায়ণ, হুগলি, হলদি, বাগুই, কেলেঘাই প্রভৃতি নদীর জলও অনেক উচ্চতায় বইতে থাকে। এর ফলে লাখের কাছাকাছি ভেড়ি জলের তলায় চলে গিয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, গত কয়েক বছরে পূর্ব মেদিনীপুরের প্রায় প্রতিটি ব্লকেই মাছের ভেড়ির ব্যবসা দ্রুত হারে বেড়েছে। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাগুলিতে নোনা জলের মাছের চাষ যেমন হচ্ছে তেমনই নদী তীরবর্তী জায়গাগুলোতে মিষ্টি জলের ভেড়ি তৈরি হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির জেরে গত বছরও মাছ চাষে বিপুল ক্ষতি হয়েছিল। সেই সমস্যা কাটিয়ে এ বার নতুন করে চাষ হয়েছিল। কিন্তু বন্যার জল ঢুকে সব তছনছ করে দিয়েছে। মৎস্যমন্ত্রী জানান, প্রাথমিক ভাবে শুধুমাত্র চিংড়ি চাষের ক্ষতির পরিমাণই প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। এই ক্ষতির পরিমান আরও বাড়তে পারে। সেই সঙ্গে মিঠা জলের মাছও রয়েছে। এ ছাড়াও মৎস্য বীজ তৈরির কেন্দ্র (হ্যাচারি)ও রয়েছে। তাই ক্ষতির পরিমাণ সব মিলিয়ে বেশ কয়েক হাজার কোটিতে দাঁড়াবে ছাড়াবে বলেই আশঙ্কা অখিলের।

বাজ পড়ে মৃত ২

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৭ মে ঃ বজ্রপাতের জেরে বৃহস্পতিবার মৃত্যু হল ২ বালকের। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৭ জন। মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া থানার অন্তর্গত লোচনমাটি এলাকায় ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। আহতদের প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁদের স্থানান্তরিত করা হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১২টা নাগাদ ঘটে দুর্ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত এবং আহতেরা বৃষ্টির সময় বিলের পাশে একটি গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকাই বাজ পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই বালকের। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ওই এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম শহিদুল শেখ (৮) এবং হবিবুর শেখ (৯)। ৭ জন আহতের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক নিয়ামত শেখ, মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল সভাপতি এবং সাংসদ আবু তাহের খান, ব্লক সভাপতি শামসুজ্জোহা বিশ্বাস এবং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মীর আলমগীর। হরিহরপাড়া থানার আইসি অমিত নন্দীও সমবেদনা জানিয়েছেন মৃতদের পরিবারকে। মৃতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন ব্লকের প্রশাসনিক কর্তারা। বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ জায়গায় শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে শুরু করে।

ঠাঁই ত্রাণ শিবিরে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ মে ঃ বুধবার সকাল থেকেই নদীয়ায় আকাশে মুখর ভার ছিল। বৃহস্পতিবারও সকালের দিকে ফের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। চলে দফায় দফায় বৃষ্টি। বইতে থাকে ঝোড়ো হাওয়া। যশ মোকাবিলায় কোনও খামতি রাখেনি নদীয়া জেলা প্রশাসন। দুর্যোগের ফলে ভাগীরথীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে পারে। এমনটি ঘটতে পারে জলোচ্ছ্বাস। এই আশঙ্কায় জেলাজুড়ে ১৫৬টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়। বুধবার ও বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত বন্যা ও নিচু এলাকার ২৫ হাজার বাসিন্দাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়। পাশাপাশি জেলার ১৮টি ব্লকের সর্বশেষ খবর জেলা হয়ে প্রতিনিয়ত নবান্নে পাঠানো হয়। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ২৫ হাজার বাসিন্দাকে ত্রাণ শিবিরে সরানো হয়েছে। এছাড়া আরও প্রায় ২৭ হাজার মানুষ নিজেরাই বাড়ি ছেড়ে আত্মীয়- পরিজনদের বাড়িতে আশ্রয় নেন। শান্তিপুরের বিডিও প্রণয় মুখোপাধ্যায় বলেন, মূলত ভাগীরথী নদী লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের ত্রাণ শিবিরে নিয়ে আসা হয়েছে। এই ব্লকের হরিপুর, গয়েশপুর, বেলঘরিয়া-১ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এদিন ফুলিয়া কৃত্তিবাস স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের ত্রাণ শিবিরে প্রায় ২০০টি পরিবার আশ্রয় নেয়।

রাজ্যের সমালোচনায় শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২৭ মে ঃ ঘূর্ণিঝড় যশ মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ব্যর্থ। এদিন নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়ায় বিধায়ক কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর আরও অভিযোগ, বিরোধী বিজেপির বিধায়কদের ফোন পর্যন্ত ধরছেন না বিডিও কিংবা প্রশাসনের লোকজন। এর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দায়ী করেছেন তিনি। ঘূর্ণিঝড় যশের মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এই অভিযোগ করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিন বলেন, রাজ্য সরকার যশ বিপর্যয়ের সাত থেকে আটদিন আগে থেকেই অবগত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের আবহাওয়া দফতরও আগে থেকেই বার্তা দিয়েছিল। শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, উপকূলবর্তী এলাকায় নদী বাঁধের অবস্থা শোচনীয় তা জানলেও, সময়ে মেরামতিতে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। ২০১১ সালের পরে রাজ্যে সেরকম কোনও বাঁধ মেরামতির কাজ হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সর্বদলীয় বৈঠক করে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এই দুর্যোগ মোকাবিলা করা উচিত ছিল। তিনি বলেন, ঘূর্ণিঝড় ওড়িশায় আছড়ে পড়লেও, সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেখতে পাওয়া না গেলেও পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ফ্লাড সেন্টারগুলিতেও তৃণমূলের পতাকা টাঙানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, উপকূলের হাজার হাজার বাসিন্দা ত্রাণ জোগেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজের প্রচার করেছেন। এক বছর আগের আমফান তাণ্ডব আর তা নিয়ে দুর্নীতিতে শাসক দলের নেতাদের যুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গও এদিন তোলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর টাকা খরচের হিসেব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। কোথায় এসডিআরএফ-এর ৪০০ কোটি টাকা খরচ করা হল, তার হিসেব চেয়েছেন তিনি। পাশাপাশি বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, বিজেপির বিধায়কদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এই বিপর্যয়ের সময়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে তাঁরা সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাকি ছয় বিজেপি বিধায়কও উপস্থিত ছিলেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রচার না করে কাজ করুন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে কম টাকা দেওয়া হল কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কেন্দ্রের সাহায্য করা বাকি রাজ্যগুলির সঙ্গে উপকূল তটের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল তটের তুলনা করেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই অনুযায়ী এসডিআরএফ-এর টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, রাজ্য সরকারের ফুল টিম নিয়ে গিয়ে জেলিংহামে গিয়ে দেখে আসুন। সেখানে মানুষ ত্রাণ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। এব্যাপারে তিনি নন্দীগ্রামের এক শাড়ি ব্যবসায়ীকে ৫০০-৭০০ পিস শাড়ি দিতে অনুরোধ করেছেন বলেও জানান। এছাড়াও শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্রামারি সহ বেশ কিছু জায়গায় পরিস্থিতির কথাও উল্লেখ করেন।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত দুশোর উপর বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, মুরারই, ২৭ মে ঃ মাত্র ১৬ সেকেন্ডের টর্নেডো ঝড়ে দুশোর উপর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। কারোর বাড়ির টিনের চাল, কারোর বাড়ির খড়ের চাল উড়ে গেছে এই ঝড়ে। গাছ ভেঙে পরে বিভিন্ন রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বৈদ্যুতিক খুঁটি উপড়ে পড়ে রাস্তায়। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকায়। ঝড়ের স্থায়িত্ব খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও, মুরারই দুই ব্লকের পাইকর এক পঞ্চায়েতের কুতুবপুর, কাশিম নগর ও কুসুমডি পঞ্চায়েতের বিসার গ্রামের উপর দিয়ে এই ঝড় বয়ে যায়। নির্দিষ্ট এই এলাকা ছাড়াও ব্লকের আমডোল পঞ্চায়েতের উত্তর রামচন্দ্রপুরে সামান্য কিছু বসত বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনা স্থলে ছুটে যান মুরারই দুই ব্লকের বিডিও নাজির হোসেন, মুরারই বিধানসভার বিধায়ক ড. মোশারফ হোসেন ও পাইকর থানার ওসি মিকাইল মিঞা। বিডিও নাজির হোসেন সাহেব বলেন, আগে থেকেই পুলিশ প্রশাসন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সহ নিজস্ব টিম প্রস্তুত ছিল। এদিন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে খাদ্য সামগ্রী ত্রিপল বিলির ব্যবস্থা, উড কাটার যন্ত্র দিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা গাছ কেটে রাস্তা পরিস্কার ও বিদ্যুতের খুঁটি সরানো ও পাশাপাশি নতুন করে বিদ্যুত সংযোগের ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টায় লেগে আছে বিভাগীয় দফতর। ঝড় কবলিত এলাকা ছাড়াও আগে থেকে বিভিন্ন কাঁচা বাড়ি থেকে লোকজনদের নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কাঁচা বাড়িতে প্রয়োজন মাফিক ত্রিপল চড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

যশের প্রভাবে ব্যাপক ক্ষতি চাষেও

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৭ মে ঃ ঘূর্ণীঝড় যশের প্রভাবে ঝাড়গ্রাম জেলায় ব্যাপক ভাবে না পড়লেও প্রায় চারশোর বেশি মাটির বাড়ি ভেঙ্গে পড়েছে। পাশাপাশি তিল, ধান ও সবজি চাষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে তিল চাষে। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন ব্লকে বেশ কিছু মাটির বাড়ি ভেঙ্গে পড়েছে, বাড়ির টিন, অ্যাসবেস্টস চালা উড়ে গিয়েছে। বেশ কিছু বড় গাছ উপড়ে পড়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। যে সব এলাকায় বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই সব এলাকাগুলি দ্রুত তদন্ত করে ব্যাবস্থা গ্রহন করবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। এদিকে দুদিন ধরে ঝড় বৃষ্টির ফলে ফসলের যেভাবে ক্ষতি হয়েছে তাতে মাথায় হাত পড়ছে কৃষকদের। ঋন করে কৃষক চাষ করেছিলেন। কিন্তু বৃষ্টির ফলে যে ভাবে জমিতে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে তাতে তিল, ধান সহ বিভিন্ন সবজি গাছের নীচের জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সূত্রে জানা গিয়েছে জেলায় সবকটি ব্লকেই কমবেশি সবজি চাষে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রায় পাঁচশো মাটির বাড়ি ভেঙ্গে পড়েছে। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও কয়েকশো বাড়ি। তবে এখনও পর্যন্ত গোপীবল্লভপুর এক এবং দুই ব্লক, সাঁকরাইল ব্লকের বেশ কিছু গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে ৩০.৪ মিলিমিটার। যা কিনা স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত বলেই মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে এদিন বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হালকা ঝড়ো হওয়া বইছিল। তার সাথে কোথাও কোথাও যখন তখন হালকা বৃষ্টি হচ্ছে ঝাড়গ্রাম জেলায়। তবে আকাশ একটু পরিস্কার হতেই ত্রাণ শিবিরে থাকা মানুষজনেরা এদিন বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে। ঝাড়গ্রাম জেলার আটটি ব্লক এবং পুর এলাকার প্রায় ৭৮ হাজার মানুষকে ত্রাণ শিবিবে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। এবিষয়ে ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক জয়েসী দাশগুপ্ত বলেন, জেলায় পাঁচশোর কাছাকাছি মাটির বাড়ি ভেঙ্গে পড়েছে। ধান চাষের থেকে তিল চাষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির সব ক্ষতিয়ান এখনও এসে পৌছায়নি। ঘূর্ণিঝড় যশের প্রভাবে ঝাড়গ্রামে বিরাট কিছু ক্ষতি না হলেও নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, সাঁকরাইল ব্লকে বৃষ্টি ও ঝড় হবার কারণে কিছু গাছ পড়ে যায়। ফলে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রয়েছে বহু গ্রামে। বৃহস্পতিবার দেখা গেল গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লকের পেটবিন্ধি পঞ্চায়েতের জ্যোতিগোবরা গ্রামে জেনারেটর চালিয়ে চলছে মোবাইল, চার্জিং লাইট সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সামগ্রীতে চার্জ দেওয়ার কাজ। মানিকপাড়া সাব স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ সাপ্লাই হয় গোপীবল্লভপুর ২নং ব্লকের খাড়বান্ধি, পেটবিন্ধি গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরো এলাকা এবং বেলিয়াবেড়া পঞ্চায়েতের আংশিক এলাকা। সমান্য একটু বৃষ্টি হলেই দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুত থাকে না বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন জায়গায় বছরের পর বছর একাধিকবার অভিযোগ জানালেও কোনও লাভ হয়নি।

রেশন বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর , ২৭ মে ঃ সরকার নির্ধারিত প্রাপ্য রেশন না পেয়ে বিক্ষোভ রেশন দোকানের সামনে। ইসলামপুর থানার এলাকার গাইসাল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওজা পুকুর এলাকায় ৫ নম্বর রেশন দোকানের সামনে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন রেশন ডিলার তাদের সরকার নির্ধারিত বিভিন্ন রেশন সামগ্রী না দেওয়ায় তারা বিক্ষোভ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই ঘটনাকে নিয়ে স্থানীয়রা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন। এই ব্যাপারে রেশন ডিলার মমতা সিং কোনো মন্তব্য না করলেও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। ইসলামপুরের মহকুমা শাসক সপ্তশ্রী নাগ বলেন, এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না পেলেও ইসলামপুর বিডিওকে গোটা বিষয় খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অসুস্থ অনুব্রত মন্ডল কলকাতায়

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৭ মে ঃ গায়ে জ্বর ও শ্বাসকষ্ট উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো কলকাতায়। বোলপুর থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায়। খবর শুনে উদ্বিগ্ন দলীয় কর্মী থেকে রাজ্যনেতারা। দলীয় সূত্রে খবর, কয়েকদিন ধরেই শারীরিক কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হন জেলা সভাপতি, স্থানীয় চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা ও পথ্য নেন তিনি। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ তার প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। স্থানীয় চিকিৎসকরা তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তারপর বোলপুরে রেখে তাঁকে চিকিৎসার ঝুঁকি নেন নি চিকিৎসকরা। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শারীরিক নানা সমস্যার জন্য দীর্ঘ বহু বছর ধরেই চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আছেন তিনি। যদিও বহুবার তিনি দলীয় কর্মীদের কাছে স্বীকার করেছেন যে চিকিৎসকদের সমস্ত পরামর্শ তার পক্ষে মানা সম্ভব হয় না, তার কারণ অবশ্যই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। এর জন্য নিজ কন্যার কাছে বকুনিও খেতে হয়েছে তাঁকে বহুবার। কিন্তু সারা বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলার সাংগঠনিক কর্মসূচীতে সক্রিয় থাকেন তিনি। এমনকি জেলার বাইরে নানা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে হয় বীরভূম জেলার এই দাপুটে নেতাকে। এবার বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও তার অন্যথা হয়নি। বিভিন্ন ঠাসা কর্মসূচির মধ্যে নিজের ওষুধের বাক্স থেকে মুঠো মুঠো ওষুধ খেয়েই রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেকে যুক্ত রাখেন অনুব্রত। ইনহেলার পাফ নিয়েই সভা-সমিতিতে দীর্ঘ বক্তব্যও রাখেন। ভোট মিটলেও করোনা অতিমারীর মোকাবিলায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মিটিংয়ে অংশ নিয়েছেন তিনি। জেলার এক শীর্ষ নেতা কথায়, মাঝেমাঝেই রেগুলার চেকআপের জন্য তাকে কলকাতা যেতেই হয়, তবে এখন জ্বর ও শ্বাসকষ্টের উপসর্গ রয়েছে। এদিন কলকাতার বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসাপাতালে আনা হয় অনুব্রতকে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করেন। একাধিক টেস্টও জানা গিয়েছে, তাঁর বুকে কফ জমার কারণেই সাময়িক সমস্যা। পাশাপাশি এদিন তাঁর কোভিড টেস্টও করা হয়েছে। তবে করোনার নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে এবং তাঁকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। অনুব্রত মণ্ডলের পুরনো শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছিল বলেই চিকিৎসক সূত্রে খবর। সেই সমস্যাই বেড়েছিল বৃহস্পতিবার।

নম্বরবিহীন গাড়িতে চিতার দেহ

দুরন্ত বার্তা, মাদারিহাট, ২৭ মে ঃ গভীর রাতে এশিয়ান হাইওয়ের উপর রাঙ্গালিবাজনা টোল প্লাজায় নম্বরপ্লেট বিহীন একটি ছোট গাড়িকে আটক করে মাদারিহাট থানার পুলিশকর্মীরা। ডিকি খুলতেই দেখা যায় চিতাবাঘের দেহটি। গাড়ি সহ চিতাবাঘের দেহ মাদারিহাট থানায় নিয়ে যান পুলিশকর্মীরা। বুধবার রাতে আলিপুরদুয়ারের রাঙ্গালিবাজনায় এই ঘটনা ঘটেছে। নম্বরপ্লেট না থাকায় গাড়িটির উপর সন্দেহ হওয়ার কারণেই গাড়িটিকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই আচমকা পালিয়ে যান গাড়ির চালক এবং ৪ আরোহী। এরপর গাড়িটিতে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। জেলা পুলিশ সূত্রের খবর, রাত ২টো নাগাদ ৪৮ নম্বর টোল প্লাজায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা সন্দেহবশত নম্বর বিহীন গাড়িটি থামিয়ে চালক এবং আরোহীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছিলেন। আচমকাই তাঁরা ছুটে পালান। এরপর গাড়ি তল্লাশি করে পুলিশ। তার ডিকি থেকে উদ্ধার হয় একটি চিতাবাঘের দেহ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বারের আশেপাশে রাস্তার উপর গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় চিতাবাঘটির। কিন্তু কী কারণে দেহটি গাড়িতে তুলে পালানোর চেষ্টা হয়েছিল, তা নিয়ে এখনও ধন্দে পুলিশ। তবে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে গাড়ির চালক ও যাত্রীরা আলিপুরদুয়ার জেলারই বীরপাড়া থানা এলাকার বাসিন্দা।

নন্দীগ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ২ কিশোর

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ২৭ মে ঃ অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড় যশের দাপটে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কারণে ভেঙেছে একের পর এক বাঁধ। যার ফলে প্লাবিত হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের অসংখ্য গ্রাম। ডুবে গিয়েছে প্রচুর মাছের ভেড়ি ও ফিশারি। বুধবারের প্রবল তাণ্ডব মিটে যাওয়ার পর বৃহস্পতিবারও বর্ষণ অব্যাহত ছিল জেলায়। এরই মধ্যে এলাকায় মাছ দেখতে বেরিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল দুই কিশোরের। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত দুই যুবকের নাম আকাশ পড়িয়া(১৬) ও প্রীতম প্রধান (১৭)। তাদের বাড়ি, নন্দীগ্রাম থানার বয়াল গ্রামে। ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘূর্ণিঝড় যশ ও ভরা কোটালের জেরে হলদি নদীর জল বাঁধ ভেঙে নন্দীগ্রামে ঢুকে পড়েছে। এই অবস্থায় জমে থাকা জলে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। তখনই নন্দীগ্রাম ২ নং ব্লকের দ্বিতীয় খণ্ড জলপাই গ্রামে রাস্তার ধারে সাইকেল সহ দুই কিশোরে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। ঘটনার পর চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে নন্দীগ্রাম পুলিশ দ্রুত এলাকায় হাজির হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অসতর্কতার জেরে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা বিদ্যুতের ছেঁড়া কাঁটা তারে জড়িয়ে যায় দুই কিশোর। যার জেরেই মৃত্যু হয় দুই কিশোরের। স্থানীয়দের কথায়, যশের তাণ্ডবে এই এলাকার বেশ কয়েকটি মাছের ফিশারি জলে ডুবে যাওয়ায় ফিশারির সব মাছ বেরিয়ে আসে। আর সেই ঘটনা জানাজানি হতেই দূর-দূরান্ত থেকে বহু লোক জাল নিয়ে মাছ ধরতে আসে। সেই মতো এই দু'জন মাছ ধরতে কিংবা মাছ ধরা দেখতে এসেছিল বলে অনুমান স্থানীয়দের।

ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক ও বিডিও

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৭ মেঃ আশঙ্কা থাকলেও সুপার সাইক্লোন যশের তেমন একটা প্রভাব পড়ে নি পূর্ব বর্ধমান জেলায়। তবে দুদিন ধরে দফায় দফায় বৃষ্টি আর ঝড়ের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দক্ষিণ দামোদরের জামালপুর ব্লকের বেশ কিছু কাঁচাবাড়ি এবং ফসলের। বৃহস্পতিবার এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি পর্যবেক্ষন করেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক মাঝি, বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, পূর্ত কর্ম্যাধক্ষ কর্মাধ্যক্ষ ভূতনাথ মালিক সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় যশ আসার আগে থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তারা এর মোকাবিলায় সতর্কতা এবং আগাম প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তবে ভারি বৃষ্টির জন্য বেশ কিছু এলাকার নীচু জায়গায় জল জমেছে এবং কিছু মাটির বাড়ি, টিন, টালি বা খড়ের চালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি অন্যান্যদের নিয়ে অনেক এলাকা পরিদর্শন করেন এবং প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরগুলির জল আটকানোর জন্য ত্রিপল প্রদান করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ও কাঁচা ঘরগুলি যাতে সরকারি আবাস পায় তার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন বলেও জানান এদিন। জামালপুরের জননেতা তথা ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন জানিয়েছেন, জামালপুর ব্লকের মানুষ যাতে যশের কবলে পড়ে বিপদগ্রস্ত না হয়ে ওঠে তার জন্য তারা গত দুদিন ধরে সজাগ ছিলেন। গ্রামগুলিতে সতর্কতার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি হেল্প লাইন নাম্বারও চালু করেছিলেন। এদিন জামালপুরের বিধায়ক, বিডিও সহ অন্যান্য নেতৃত্বকে নিয়ে জামালপুর ১, পাচরা ও আঝাপুর অঞ্চল পরিদর্শন করেন। যাদের ঘরের চালা উড়ে গিয়েছে তাদের ত্রিপল প্রদান করেন। তাছাড়া কিছু জলমগ্ন পরিবারকে মশাগ্রাম সমবায় আবাসনে রাখা হয়েছে এবং তাদের খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেহেমুদ সাহেব। এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, যশের আগাম সতর্কতার জন্য জামালপুর ব্লকে আগেভাগেই মাঠ থেকে ধান তুলে নেওয়ায় জন্য ধানের ক্ষয়ক্ষতি না হলেও তিল চাষে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ৫ হাজার হেক্টর জমির তিল নষ্ট হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা যাতে তাদের ক্ষতিপূরন পায় তার জন্য তিনি সবরকমের প্রচেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন।

লিখামি কনসালন্টিং লিমিটেড

CIN : L45209WB1982PLC034804

রেজি. অফিস ঃ ৬২এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, রুম নং.১,
২য় ফ্লোর, সার্দান এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯
ই-মেলঃ info@likhamiconsulting.com, ওয়েবসাইট ঃ ww.likhamiconsulting.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী ত্রৈমাসিক
এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২১
(দেখুন ধারা ৪৭(১) (বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫)

(টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে			বছর শেষে	
		৩১.০৩.২১ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২১ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০ নিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে	২,০০০,০০১	১,০৫০,০০০	৯০০,০০০	৫,১৯১,৩৫২	৫,০৩২,৫০৬
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে(করের পূর্বে, অতিরিক্তএবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	১,০৯৪,৫৬০	১৮০,৩৭৬	২০,৭৯৪	১,৩৬৩,৭০০	১৬৮,৫৯৪
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	১,০৯৪,৫৬০	১৮০,৩৭৬	২০,৭৯৪	১,৩৬৩,৭০০	১৬৮,৫৯৪
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	১,০৯৪,৫৬০	১৮০,৩৭৬	২০,৭৯৪	৯৩৩,৪৪০	৪৬,৭৮৩
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	১,০৯৪,৫৬০	১৮০,৩৭৬	২০,৭৯৪	৯৩৩,৪৪০	৪৬,৭৮৩
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৯৫০০০০০	৯৯৫০০০০০	৯৯৫০০০০০	৯৯৫০০০০০	৯৯৫০০০০০
৭	সংরক্ষিত (রেভিলিউশান রিজার্ভ সহ যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)				২৮৪৯৪৬৫০১	২৮৩৯৫৩০৬১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে বছর শেষ ছাড়া) মূল ও মিশ্র	০.১১	০.০২	০.০০	০.১০	০.০০

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক ও বছর সমাপ্তে নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট- www.bseindia.com ও www.cse-india.com। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.likhamiconsulting.com।

বোর্ডের আদেশানুসারে
লিখামি কনসালন্টিং লিমিটেড-এর পক্ষে
প্রদীপ কুমার ঘোষ
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN : 07799909

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৭ মে, ২০২১

গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশান অ্যান্ড সার্ভিসেস লি.

CIN : L51109WB1982PLC035565

রেজি. অফিস ঃ ৬২এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, সার্দান এভিনিউ,
রুম নং. ২, ২য় ফ্লোর, সার্দান এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯
ই-মেলঃ info@goldencrest.in, ওয়েবসাইটঃ www.goldencrest.in

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী ত্রৈমাসিক
এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২১
(দেখুন ধারা ৪৭(১) (বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫)

(টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে			বছর শেষে	
		৩১.০৩.২১ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২১ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০ নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	৮৯৫,৫২৬	৮১১,১৫১	১৩৯,২৩৫	২,৯৩২,৪৪৪	২,৬০৫,০০০
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে(করের পূর্বে, অতিরিক্তএবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	২৬৩,৭১১	১৯,৬৩৯	(৩১৭,৮৪৩)	৩৭১,৬৯৩	২২৬,৬৩৯
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	২৬৩,৭১১	১৯,৬৩৯	(৩১৭,৮৪৩)	৩৭১,৬৯৩	২২৬,৬৩৯
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	২৬২,২০৭	১৯,৬৩৯	(৩১৭,৮৪৩)	২৭৫,৩৯৭	১৬৫,৩১১
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	২৬২,২০৭	১৯,৬৩৯	(৩১৭,৮৪৩)	২৭৫,৩৯৭	১৬৫,৩১১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫২৪৫০০০০	৫২৪৫০০০০	৫২৪৫০০০০	৫২৪৫০০০০	৫২৪৫০০০০
৭	সংরক্ষিত (রেভিলিউশান রিজার্ভ সহ যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)				৫২৩১৯০৮৬	৫২০৪৩৬৮৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে বছর শেষ ছাড়া) মূল ও মিশ্র	০.০৫	০.০০	(০.০৬)	০.০৫	০.০৩

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক ও বছর সমাপ্তে নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট- www.bseindia.com ও www.cse-india.com। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.goldencrest.in।

বোর্ডের আদেশানুসারে
গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশান অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড
যোগেশ লামা
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN : 07799934

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৭ মে, ২০২১